Sreyasree Dey

Subject: Sociology

Semester: V

Agrarian Sociology (SOCADSE02T)

UNIT-3-(3.3) Agrarian Movements

Question 1: স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ।

'ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন' সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের দুটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। একটি মূলত স্বাধীনতা-পূর্ব ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের কৃষক আন্দোলন নিয়ে তাঁর সম্পাদিত 'পিজান্ট স্ট্রাগলস্ ইন ইন্ডিয়া (১৯৭৯)। অন্য গ্রন্থটিতেও তিনি পঁচিশটি প্রবন্ধের সম্পাদনা করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারিত উপস্থাপনা 'অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাগলস্ ইন ইন্ডিয়া আফটার ইনডিপেন্ডেন্স' (১৯৮৬) নামের এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক দেশাই কেন-এর নাম 'পিজান্ট স্টাগলস্'-এর পরিবর্তে 'অ্যাগ্রারিয়ান স্ট্রাগলস্' দিয়েছেন সে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে কিছু উল্লেখযোগ্য কৃষক সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল রাজার শাসনাধীন রাজ্যে, আবার কিছু বিভিন্ন ধরণ ও কৌশল অবলম্বন করে কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। কখনো কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ শাসকের অরণ্য-নীতির বিরুদ্ধে, অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে। উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের নৃকুলগোষ্ঠী আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে জঙ্গী আকার ধারণ করেছে।

ক্যাথলিন গফ্-এর মতে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি নৃকুল (ethnic) গোষ্ঠীগুলির প্রতি অত্যাচার ও শোষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অরণ্য অঞ্চল জবরদখল, মাত্রাতিরিক্ত কর, সমতলের বণিক-মহাজনদের সুদের কারবার, বেগার খাটা, ইত্যাদি নানা ধরনের অত্যাচার ও শোষণের মুখে পড়তে হয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের। আর বিনা মজুরীতে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করাতে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করা হয়।

এসব কারণেই পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলি জঙ্গী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ছোট-বড় বহু উল্লেখযোগ্য কৃষক সংগ্রাম ও আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। অনেকের মতে, ভারতবর্ষের কৃষকরা অদৃষ্টবাদী, পরজন্মে বিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সেই কারণে তারা অন্যান্য দেশের কৃষকদের তুলনায় দুর্বল এবং প্রতিরোধক্ষমতাহীন। অধ্যাপক এ. আর. দেশাই, ক্যাথলিন গফ্ প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধরনের মতামতকে অবান্তর ও যুক্তিহীন বলেছেন। ব্রিটিশ আমলে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলনগুলি ভারতীয় কৃষকদের শক্তি, সাহস এবং প্রতিরোধ ক্ষমতাকেই প্রমাণ করে।

১৮৫৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৪ সাল অবধি ভারতে কৃষক আন্দোলগুলি গড়ে উঠেছে স্থানীয়ভাবে। এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির এবং নির্দিষ্ট অসন্তোষ ও অভিযোগের মধ্যেই এগুলি আবর্তিত ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৫৯-৬২ বাংলার **নীলবিদ্রোহ** (Revolt against Indigo Plantation)।

নীলবিদ্রোহ (Indigo Rebellion) : নীল চাষ ভারতে সনাতন কৃষিকাজের অংশ ছিল না। নীলকর সাহেবরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিভক্ত বাংলার এক অংশের কৃষককে নীল চাষে বাধ্য করে। নদীয়া, মালদা, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা জোর করে নীল চাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধও শুরু হয়। নীলকুঠিগুলি নীল চাষীদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

নীলবিদ্রোহের তীব্রতা দেখে ব্রিটিশ শাসকরা ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশন তদন্ত করে রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করার বিষয়টিকে অনৈতিক, বেআইনী ও ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হয়। কমিশনের